গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৮ সংখ্যা (ডিজিটাল) www.ganadabi.com ৫ অক্টোবর ২০২০

অপরাধীদের বাঁচাতে বিজেপি সরকারের আচরণ আরও জঘন্য অপরাধ

এসইউসিআই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

অট বছর আগে নির্ভয়ার পাশবিক গণধর্ষণ ও খুন, ২০১৭ সালে শাসক বিজেপির প্রাক্তন বিধায়কের মদতে সংগঠিত উন্নাওয়ের বীভৎস ধর্ষণকাণ্ড গোটা দেশের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছিল। আবার এক ভয়ঙ্কর ঘটনায় শিউরে উঠেছে সারা দেশ। গত ১৪ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের হাথরাসের অনুন্নত দলিত সম্প্রদায়ের উনিশ বছর বয়সী একটি মেয়েকে 'উচ্চবর্ণের' চারজন কুখ্যাত দুষ্কৃতী মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার ও গণধর্ষণ করে। মেয়েটির শ্বাসরোধ করে, মেরুদণ্ডে আঘাত করে তাকে মারাত্মক আহত করে। এই 'উচ্চবর্ণ'ভুক্ত গোষ্ঠী তাদের বর্ণের তথাকথিত আভিজাত্য জাহির করতে পেশিশক্তির আস্ফালনে সিদ্ধহস্ত। গরিব-পিছিয়েপড়া সম্প্রদায়ের মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্য হয়রানি ও নির্যাতনের কাজে এদের কুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। ২৯ সেপ্টেম্বর নির্যাতনের শিকার নিরীহ মেয়েটির মৃত্যু হয়। আরও বড় বিষয় হল, রাজ্য পুলিশ

দুয়ের পাতায় দেখুন

শাস্তি দেবে কি, দুষ্কৃতীদের বাঁচাতেই ব্যস্ত বিজেপি সরকার

একটা দোমড়ানো, মোচড়ানো দলাপাকানো দেহেরও কত শক্তি। তাকেই এত ভয় বিজেপি সরকারের পুলিশ বাহিনীর! রাতের অন্ধকারে চোরের মতো তারা পুড়িয়ে দিল তাকে! যে আগুন দেখে সাংবাদিকের প্রশ্নটিই আজ মানুষের বিবেকের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে— 'কী জ্বলছে'? উত্তরটাও জানা, সেই আগুনে বিজেপি সরকারের পুলিশ ছাই করে দিতে চেয়েছে ভারত নামক রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের মুখোশটাকেও। যদিও একই সাথে ওই আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে অসংখ্য মানুষের বিবেকের আলো। নির্ভয়া, আসিফা সহ হাজারো অত্যাচারিতা নারীর উপর ক্রমাগত ঘটে চলা অত্যাচার, সরকারের নিষ্ঠুর অবহেলা আর বিচারহীনতার অবসান চেয়ে রাস্তায় নেমেছেন তাঁরা।

মায়ের সাথে বাজরার খেতে কাজ করতে গিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের হাথরসের ফুটফুটে কিশোরী মনীষা বাল্মিকী। নরপশুর দল ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মম অত্যাচার চালায় তার উপর। যাতে চিৎকার করতে না পারে সে জন্য জিভ কেটে নেয়, নৃশংসভাবে মেরে ঘাড়, হাত, পা, কোমর ভেঙে দেয়। ১৫টা দিন অসহ্য যন্ত্রণার পর মেয়েটির মৃত্যু হয়। যে সরকার তার চিকিৎসার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার মনে করেনি, তারাই তৎপর হয়ে উঠল সবার চোখের আড়ালে তাকে ডিজেল ঢেলে পুড়িয়ে দিতে।

দেশের মানুষের চোখ থেকে সবকিছু আড়াল করতে নির্যাতিতার গ্রামকে দুর্গ বানিয়ে ফেলে বিজেপি সরকারের পুলিশ। জেলাশাসক নিজে গিয়ে নির্যাতিতার বাবা সহ পরিবারকে হুমকি দেন, বয়ান বদল করো, না হলে ভুগতে হবে। সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ নিষেধ হয়ে থাকল কয়েক দিন। তবু রাজধানী দিল্লি সহ সর্বত্র আছড়ে পড়ল প্রতিবাদের ঢেউ। পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে দিল্লিতে মহিলা প্রতিবাদীদের উপর। বাল্মিকী সম্প্রদায়ের

দুয়ের পাতায় দেখুন

হাথরসের ধর্ষণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ। ভিওয়ানি, হরিয়ানা। ১ অক্টোবর

বাবরি ধ্বংস মামলার রায় নাটক হিসাবেও নিম্নমানের

আঠাশ বছর ধরে চলা বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলার রায়ে অভিযুক্ত লালকৃষ্ণ আদবানী, মুরলীমনোহর জোশী, উমা ভারতী, অশোক সিঙঘল সহ ৩২ জন বিজেপি-ভিএইচপি নেতা বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন। মসজিদ ধ্বংসে তাঁদের প্ররোচনার কোনও প্রমাণ নাকি পাওয়া যায়নি।

প্রমাণ কাকে বলে? প্রকাশ্যে, দিনের বেলায় সংবাদমাধ্যম, পুলিশ ও প্রশাসনের ডজন ডজন কর্তার চোখের সামনে, এই সব নেতাদের প্রবল উৎসাহে ও উপস্থিতিতে লাখখানেক করসেবক গাঁইতি শাবল হাতুড়ি দিয়ে মসজিদ ভাঙল, এবং ভাঙা যে হচ্ছে তা সারা দেশের মানুষ, বিশ্বের মানুষ ভিডিও ফুটেজে দেখল, তবুও ভাঙার প্রমাণ পাওয়া গেল না? অবশ্য প্রমাণকে অপ্রমাণ করাই যখন শাসকের উদ্দেশ্য হয় তখন আর কোনও প্রমাণই যথেষ্ট প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। বাস্তবে শাসক দলের নির্দেশিত এই রায় নাটক হিসাবেও অতি নিকৃষ্ট মানের, এ ছাড়া আর কিই বা বলা যায়!

আদালত নাকি মসজিদ ধ্বংসকাণ্ডে বিজেপি-ভিএইচপি নেতাদের প্ররোচনার স্পষ্ট প্রমাণ পায়নি। মসজিদ ধ্বংসের পরই কেন্দ্রীয় সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এস লিবেরহানকে দিয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করেছিল। সেই কমিশন ১৭ বছর ধরে তদন্ত করে যে রিপোর্ট দিয়েছে তার ছত্রে ছত্রে বিজেপি-ভিএইচপি নেতা-নেত্রীদের প্ররোচনার প্রমাণ তুলে ধরে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, বিচারালয় তাকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করল না কেন? কেন বিচারপতি লিবেরহানকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতে ডাকা হল না। মসজিদ ধ্বংসের দিনই রামজন্মভূমি পুলিশ স্টেশনের সাব ইন্সপেক্টর প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে বিজেপি-ভিএইচপি নেতা-নেত্রীরা ধ্বংসকাণ্ডে যুক্ত বলে যে এফআইআর করেছিলেন, কিংবা লালকৃষ্ণ আদবানীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ফৈজাবাদের তৎকালীন এএসপি অঞ্জু গুপ্ত আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে এইসব নেতানেত্রীরা সেদিন কী ভাবে করসেবকদের প্ররোচনা দিয়েছিলেন, কী ভাবে মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। তবু নাকি কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি!

প্রকাশ্যে মসজিদের ধ্বংসকাণ্ড দেখেও উপস্থিত পুলিশ-প্রশাসন যখন হাত গুটিয়ে বসে থাকল, রাজ্য সরকার চুপ করে থাকল, কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে থাকল, তা আটকানোর

দুয়ের পাতায় দেখুন

বাবরি রায় সত্য ও ন্যায় বিচারের প্রহসন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মামলায় লক্ষ্ণৌয়ের সিবিআই আদালতের বিশেষ বেঞ্চ ৩০ সেপ্টেম্বর যে রায় দিয়েছে তা শাসকদল নির্দেশিত বিচারের আর একটি নির্লজ্জ নিদর্শন হয়ে রইল। এই মামলায় প্রধান অভিযুক্ত ৩২ জনই ছিলেন সংঘ পরিবারের শীর্ষস্থানীয়, আদালত তাদের সকলকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অপরাধমূলক কাজে সরাসরি যুক্তদের নির্দোষ প্রমাণের তাগিদে সিবিআই আদালত অত্যন্ত হাস্যকর ভাবে, সংঘ পরিবারের ডাকে জড়ো হওয়া সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের হাতে প্রাচীন ও ঐতিহাসিক মসজিদটি ধ্বংস হওয়ার পরিকল্পিত ও সংগঠিত বর্বরতার পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র না থাকার যুক্তি খাড়া করেছে।

বাস্তবে, সারা বিশ্বের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা এবং শাসকদল-নির্দেশিত এই রায় শুধু সত্য ও ন্যায় বিচারের উপর নগ্ন আক্রমণ তাই নয়, একই সাথে তা ভারতের মতো বহু ধর্মের মানুষের বাসভূমি একটি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর উপরেই সুপরিকল্পিত আঘাত।

বস্তুত এই রায় ন্যায় বিচারের প্রহসন ছাড়া কিছুই নয়। সারা দেশের মানুষ এতে স্তম্ভিত। বিচারের নামে এই প্রহসনের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন করছি অবিলম্বে এই রায় সংশোধন করা হোক। এই রায় বাতিল করার জমি প্রস্তুত করতে দেশ জুড়ে শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য জনসাধারণের কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

বাবরি ধ্বংস মামলার রায়

একের পাতার পর

জন্য প্রশাসনকে এতটুকু সক্রিয় করল না, প্রয়োজনে আধাসেনা নামাল না, হাজারে হাজারে করসেবক কয়েক দিন ধরে অযোধ্যায় জমায়েত হচ্ছে জেনেও মসজিদ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করল না, তখন কী ভাবে এগুলিকে পূর্বপরিকল্পনা নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া হল? এই সব প্রতিটি ঘটনাই কি এক নিখুঁত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অঙ্গ নয়? বিচারের রায়টিই যদি পূর্বপরিকল্পিত না হয়, এই ষড়যন্ত্র চোখে না পড়াটাই অসম্ভব। বিজেপি শাসনে ভারতে ন্যায়ের শাসন, আইনের শাসনের এই হচ্ছে চেহারা। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বিচারপতি লিবেরহান এই রায়কে বিচারের প্রহসন বলেছেন।

দেশের মানুষ এই রায়ে এতটুকুও বিস্মিত নয় ঠিকই, কিন্তু তারা চরম লজ্জিত। সুপ্রিম কোর্ট যেদিন ভেঙে ফেলা মসজিদের জায়াগায় রামমন্দির নির্মাণের রায় দিল এবং রাম যে মসজিদের জায়গাটিতেই জন্মেছিলেন, শুধুমাত্র কিছু মানুষের বিশ্বাসকেই প্রমাণ ও যুক্তির উপর স্থান দিল, সেদিনই দেশের মানুষ বুঝে গিয়েছিলেন, মসজিদ ধ্বংসকাণ্ডে জড়িত বিজেপি-ভিএইচপি নেতাদের জন্য কোন রায় অপেক্ষা করছে। স্বাভাবিক ভাবেই দেশের মানুষের মনে এই সম্ভাবনাও দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে অবিলম্বেই আবার কোনও বিচারপতি রাজ্যসভার সদস্য কিংবা এমনই কোনও একটি উচ্চপদে নিযুক্ত হয়ে পুরস্কৃত হবেন।

এই মামলায় তথ্যপ্রমাণ পেশে সিবিআইয়ের ব্যর্থতার অভিযোগ উঠেছে। এতগুলি বছর সময় পাওয়া সত্ত্বেও সিবিআই আরও নিখুঁত ভাবে তথ্যপ্রমাণ যে পেশ করতে পারল না, তা কি শুধুমাত্র 'খাঁচার তোতা' হওয়ার জন্যই নয়? কংগ্রেস আমলে সর্বোচ্চ আদালতই সিবিআইকে এমন শিরোপা দিয়েছিল। তার চরিত্র যে বিজেপি শাসনেও একই রকম আছে তা তাদের এই স্বেচ্ছাকৃত অপদার্থতায় আবার প্রমাণিত হল। যারা কোনও বড় অপরাধ দেখলে সিবিআই তদন্ত চাই বলে দাবি তোলেন, আশা করা যায় এরপর তাঁরা এমন দাবি তোলার আগে নিশ্চয় পাঁচ বার ভাববেন।

সাড়ে চারশো বছরের পুরনো ঐতিহাসিক একটি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এই সব অপরাধীরা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রে উপর যে আক্রমণ সেদিন নামিয়ে এনেছিল তার বিচার যদি বাদও দেওয়া যায়, সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যায় রাজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলার রায়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে 'বেআইনি কাজ' এবং 'আইনের শাসনের গুরুতর লঙঘন' বলে যে আখ্যা দিয়েছিল, তার কোনও বিচারও এই রায়ে দেশের মানুষ পেল না। অথচ আদালত দোষীদের শাস্তি দিয়ে একদিকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নজির তৈরি করতে পারত, অন্য দিকে দেশের বিরাট অংশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ, যারা দেশের নাগরিক হয়েও মসজিদের ধ্বংসের সময় থেকে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন, তাঁদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারত। বাস্তবিক এই রায় একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক, এক অশনিসংকেত। এই ধরনের রায় একমাত্র স্বৈরতন্ত্রীদের, ক্রিমিনালদেরই— যারা আজ প্রশাসনের সর্বত্র বসে রয়েছে— শক্তিশালী করবে। এই রায় আইনের প্রতি, বিচারব্যবস্থার প্রতি দেশের মানুষের বিশ্বাসকে, আস্থাকে ধূলিসাৎ করবে।

বিচারের এই প্রহসন দেখাচ্ছে, বিজেপি শাসনে বিচারব্যবস্থা তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাটুকুও কী ভাবে হারিয়ে ফেলেছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে ন্যায়বিচার পাওয়ার সম্ভাবনা এর ফলে ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এই অবস্থায় সাধারণ গণতান্ত্রিক মানুষের সামনে একটিই রাস্তা খোলা থাকছে, তা হল, গণআন্দোলনের রাস্তা। সংগঠিত জনমত এবং গণআন্দোলনের প্রবল চাপই পারে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে।

আরও জঘন্য অপরাধ

একের পাতার পর

ঘটনার প্রমাণ ও সত্যকে চাপা দিতে মৃতের শোকাহত পরিবারকে ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে রাতের অন্ধকারে কেরোসিন ঢেলে দেহ পুড়িয়ে দেয়। জনবিক্ষোভের চাপে বিজেপি পরিচালিত উত্তরপ্রদেশ সরকার একটি বিশেষ তদন্তকারী দল 'সিট' গঠন এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ সরকারের অভিসন্ধি চাপা থাকে না যখন, ব্যক্তিগত গোপন অঙ্গ গুলি ছিন্নভিন্ন হলেও ফরেন্সিক পরীক্ষায় ভিসেরাতে ধর্ষণের প্রমাণ নেই বলে ময়নাতদন্তের 'চূড়ান্ত রিপোর্ট' নিয়ে সরকার আসরে নামে। এতে বলা হয় মৃত্যুর কারণ কোনও ভারি বস্তুর দ্বারা শিরদাঁড়ায় পরোক্ষ আঘাত। অথচ ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে নিশ্চিতভাবে ধর্ষণ ও শ্বাসরোধের কথা আছে।

এটা পরিষ্কার, গেরুয়াধারী স্বঘোষিত সন্ন্যাসী রাজ্যপ্রশাসনের প্রধান হিসাবে গণতান্ত্রিক আচরণের ন্যূনতম ধ্যানধারণাগুলিকেও দুপায়ে মাড়িয়ে চলেছেন। এই চূড়ান্ত অমানবিক আচরণ তাঁর প্রশাসনের আসল মুখ এবং এন সি আর বি প্রকাশিত ক্রাইম রিপোর্টকেই মান্যতা দিয়েছে। এন সি আর বি-র রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৬থেকে ২০১৯-এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের উপর নির্যাতনের ঘটনা কুড়ি শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এই ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে এই জঘন্য অপরাধমূলক কাজ সংগঠিত করাকে আমরা তীব্র নিন্দা করছি। দেশবাসীর কাছে আমাদের আবেদন দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং মহিলাদের উপর ক্রমবর্দ্ধমান পাশবিক নির্যাতন রুখতে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থার দাবিতে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলুন।

দুষ্কৃতীদের বাঁচাতেই ব্যস্ত

একের পাতার পর

বিক্ষোভে আগরায় লাঠি চালিয়েছে পুলিশ। সারা দেশ জুড়ে জ্বলে ওঠা প্রতিবাদের আগুনের তেজ থেকে নিজেকে আড়াল করতে মুখ্যমন্ত্রী সিবিআই তদন্তের ঘোষণা করেছেন।

অথচ তাঁর পুলিশ বলে দিয়েছে, কোনও ধর্ষণই হয়নি। ফরেনসিক রিপোর্টে নাকি ধর্ষণের চিহ্ন মেলেনি, পুলিশের বক্তব্যই হয়ে গেল অকাট্য প্রমাণ! আর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ওই কিশোরী নিজের মুখে ডাক্তার এবং পুলিশের কাছে যে অত্যাচারের কথা বলে গেল, সেগুলি সব মিথ্যা? তার চরম অত্যাচারিত দেহটাও কি অত্যাচারের নিশ্চিত প্রমাণ নয়?

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের কাছে নির্যাতিতাকে রক্ষা করা, তার উপর অত্যাচারের বিচার করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিজেপি সরকারের মুখ রক্ষা করা। তাই নির্যাতিতার বাড়ি থেকে সামান্য দূরেই শাসক দলের প্রাক্তন বিধায়কের বাড়িতে কয়েকশো লোক নিয়ে পুলিশি পাহারায় অভিযুক্তদের পক্ষে সভা করতে পেরেছে তথাকথিত উচ্চবর্ণের বিজেপি সমর্থকরা। সরকার করতে দিল কেন? কারণ, এই উচ্চবর্ণের ভোটব্যাঙ্কই বিজেপির প্রধান সম্বল। বিজেপির আর এক বিধায়ক উপদেশ দিয়েছেন, মেয়েদের শিক্ষা দিলেই ধর্ষণ বন্ধ হবে। অর্থাৎ ধর্ষণের জন্য ধর্ষিতাই দায়ী। তিনি আরও বলেছেন, পরিবারকেই দায়িত্ব নিতে হবে যাতে তাদের মেয়েটি ধর্ষিতা না হয়। অপূর্ব উপদেশ সন্দেহ নেই! ঠিক এমনটাই তো লেখা আছে সংঘ পরিবারের নীতি শাস্ত্রে! ঠিক এই কথাই তো নির্ভয়ার ঘটনা নিয়ে বলেছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত, ধর্ষণে অভিযুক্ত আরএসএস ঘনিষ্ঠ গডম্যান আশারাম বাপু। শুধু তাঁরা কেন, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ২০১৭ সালে বলেছেন, মেয়েদের স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়। এমনকি তাঁর উপস্থিতিতে 'বিরাট চেতনা র‍্যালি'তে যখন বলা হয়েছে, মুসলিম মহিলাদের কবর থেকে তুলে ধর্ষণ করতে হবে, আদিত্যনাথজি প্রতিবাদ করেননি (দ্য ক্যুইন্ট ২১.০৩.২০১৭ এবং ফ্যাক্ট চেক ২৯.০৯.২০২০)। এঁরা রুখবেন নারী নির্যাতন!

এত কিছু ঘটে গেল, অথচ প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিছু বলবার প্রয়োজন মনে করলেন না! শোকার্ত পিতা-মাতাকে সন্তানের দেহটাকে শেষবারের মতো দেখতে দিলে পুলিশের তদন্তের কী অসুবিধা হত? নির্যাতিতার ভাই, বাবা সহ পরিবারের সকলকে, গ্রামের দলিত জনগণকে হুমকি দিয়ে কোন আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করেছে পুলিশ? নির্যাতিতার ভাই লুকিয়ে সংবাদকর্মীদের বলেছেন, তাঁরা প্রাণনাশের আশঙ্কা করছেন। এই আশঙ্কা দূর করতে কী করেছে বিজেপি সরকার?

চাপে পড়ে সরকার যখন ক্ষতিপূরণের টাকা, বাড়ি, চাকরির ঘোষণা করছে, সেই সময় সরকারি আধিকারিক নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে বলে আসছেন, 'মেয়ে করোনায় মরলে এত কিছু পেতে?' এই খবর বাইরে আসতে শিউরে উঠেছে সারা দেশ, এত নির্মম হতে পারে কোনও প্রশাসন? কত নিচ পর্যায়ের এবং ক্রিমিনাল মানসিকতার হলে কেউ মৃত্যু নিয়েই এভাবে কথা বলতে পারে! সরকার এ কথার প্রতিবাদ করল না কেন? বরং উল্টো পথে হেঁটে শুধু উত্তরপ্রদেশ সরকার নয়, কেন্দ্রের মোদী সরকারের শীর্ষ স্তর থেকেও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে 'সতর্ক' করা হয়েছে। সরকার বিরোধী যে কোনও সংবাদই তাদের ভাষায় 'ফেক নিউজ'। বলে দেওয়া হচ্ছে হাথরসের ঘটনা নিয়ে যেন বেশি 'বাড়াবাড়ি' না করা হয়।

বেটি বাঁচাও স্লোগান দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর আমলে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্য— দেশে প্রতি ১৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হন, প্রতি ৬ মিনিটে যৌন হেনস্থার শিকার কোনও না কোনও নারী। আর তাঁর অনুগামী মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরপ্রদেশ মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের নিরিখে আছে প্রথম স্থানে। দলিত মহিলাদের উপর অত্যাচারেও প্রথম উত্তরপ্রদেশ। ওই হাথরসের ঘটনা নিয়ে হইচইয়ের সময়েই অতি নিকটের গ্রাম বলরামপুরে ধর্ষিতা হয়ে প্রাণ দিয়েছেন আর এক মহিলা। আরও বেশ কয়েটি ঘটনা একই সময় দেশের নানা জায়গায় ঘটেছে।

কে বাঁচাবে বেটি? মানুষ দেখেছে, শাসক দল বিজেপির নেতারা জম্মুতে ধর্ষকদের নিয়ে বিজয়মিছিলে পা মিলিয়েছেন। বিজেপির উচ্চবর্ণের হিন্দুত্বঘেঁষা রাজনীতি দাঁড়িয়ে আছে মুসলিম এবং দলিত বিরোধী জিগিরের উপর। মহিলাদের প্রশ্নেও তাদের অবস্থান চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। দুর্ভাগ্যের হলেও সত্যি যে, তথাকথিত বিজেপি বিরোধী কংগ্রেসের মতো দক্ষিণপন্থী দলগুলির নেতাদের ক্ষেত্রেও সূক্ষ্মভাবে কাজ করে যায় হিন্দুত্ববাদী মানসিকতা। যেখানে বাইরে যতই আধুনিকতা থাকুক অন্তরে মহিলাদের সম্বন্ধে ধারণাটা ধর্মীয় কাঠামোতেই বাঁধা। যেখানে পুরুষই শ্রেষ্ঠ। দলিত রাজনীতির প্রবক্তা দক্ষিণপন্থী দলগুলির ক্ষেত্রেও চিন্তায় রয়েছে একদিকে ধর্মীয় চিন্তারই কাঠামো, যেখানে নারী পুরুষের অধীন। অন্যদিকে জাতপাতকে কাজে লাগিয়ে দলিত নেতাদের আখের গোছানোর চেষ্টা, যেখানে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রকৃত বিকাশের কোনও লক্ষ্য নেই। তাই মনীষার সুবিচারের আশায় দেশের মানুষের যে আকুতি, ধর্ষণ-নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষের যে লড়াই তার সাথে নিছক ভোটের জন্য কিছু দাপাদাপিকে মিলিয়ে ফেললে চলবে না। দুষ্কৃতীদের প্রশ্রয় দেওয়ার অপচেষ্টা বন্ধ করার জন্য শাসকদল এবং সরকারকে বাধ্য করতে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে, মদ ও নেশার প্রসার রুখতে চাই শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

বিচার পায়নি মনীষা, বিচার পায়নি আসিফা, বিচার পায়নি নির্ভয়া, বিচার পায়নি উন্নাওয়ের নির্যাতিতা। এই সমাজ ব্যবস্থায় এইভাবে কত শত মনীষার মা-বাবা চোখের জলে বিচারের দাবি জানায়। কিন্তু বিচার মেলে না। নির্যাতিতার মায়ের চোখের জলে করুণ আর্তির প্রকাশ ঘটেছে— 'সরকার বদল হয়, কিন্তু অবস্থার বদল হয় না।' এই সত্যটাই আজ বুঝতে হবে। অবস্থাটার বদল হয় না ততক্ষণ যতক্ষণ সমাজব্যবস্থার বদল না হয়। ফলে নারীদের উপর অত্যাচার আরও বাড়তেই থাকবে। কারণ, মূল্যবোধ-নীতি বিবর্জিত সবদিক থেকে দেউলিয়া এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হাজারো নরপশুদের জন্ম দেয়। তাদের লালসার শিকার হতে হয় শত শত মহিলাকে। আর নিজেদের স্বার্থপূরণে, নানা রকম অসামাজিক, অনৈতিক কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য এই নরপশুদের সমর্থন জোগায় শাসক দলগুলি। এটাই দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে শোষিত নির্যাতিত মানুষ তাদের বিচার পাবে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না সমস্ত মানুষ এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই গড়ে তুলবে। যে সমাজ এই নরপশুদের জন্ম দেয় সেই সমাজকে বদলানোর লড়াই গড়ে তোলা ছাড়া বিচার অধরাই থেকে যাবে। একের পর এক কন্যার চিতার আগুন বুকে যে জ্বালা ধরিয়েছে তা থেকেই জন্ম দিতে হবে প্রতিবাদের বহ্নিশিখাকে।

শ্রম সংস্কার নাকি শ্রমিক সংহার

সম্প্রতি পার্লামেন্টে শ্রম সংস্কার বিল পাশ করাল মোদি সরকার। শ্রমিক সংগঠনগুলির মতে এই সংস্কার আসলে শ্রমিক সংহারের খড়গ। দুই দশক আগে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের নীতি অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হওয়ার পর থেকেই পুঁজিপতিদের দাবি মতো এ দেশের শাসকগোষ্ঠী চেষ্টা করছিল শ্রমজীবী মানুষের দীর্ঘদিনের অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার। তাদের দাবি ছিল 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' অর্থাৎ ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার উপযোগী করে শ্রম আইনের বিধিগুলিকে সংস্কার করা। ২০০৮-এর ভয়াবহ মন্দা পরিস্থিতি যত দীর্ঘায়িত হল,ততই এ দেশের কর্পোরেটদের পক্ষ থেকে এই চাহিদা পূরণের চাপ তাদের সেবাদাস রাজনৈতিক দলগুলির উপর বৃদ্ধি পেল। কংগ্রেস পরিচালিত পূর্বতন ইউপিএ সরকারই হোক আর বিজেপি পরিচালিত বর্তমান এনডিএ সরকারই হোক— উভয়ের কারোরই উদ্যোগের ঘাটতি ছিল না শ্রম সংস্কারের বিষয়ে। এইসব সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক আন্দোলনকে ভোঁতা করে দেওয়া। তাদের শোষণের সামনে বাধা ছিল সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন। সেই লক্ষ্যেই শ্রম আইনের ৪৪টি ধারার মধ্যে পনেরোটি বর্তমানে অকার্যকরী তকমা দিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাকি ২৯টি ধারাকে চারটি বিধিতে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছিল গতবছরই। শুধু মজুরি সংক্রান্ত বিধি ছাড়া বাকিগুলি তখন পেশ করা হয়নি। এ বছর করোনার আবহে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাকি তিনটি বিধিকেও তড়িঘড়ি পাশ করিয়ে নিল বিরোধীশূন্য পার্লামেন্টে। যেখানে পঞ্চাশ কোটি শ্রমিকের স্বার্থ জড়িত, তাদের জীবনজীবিকা রক্ষা গভীরভাবে যুক্ত, সেই বিধিগুলি দ্রুততার সাথে কোন তর্কবিতর্ক ছাড়াই কেবলমাত্র সরকার পক্ষের উপস্থিতিতে মাত্র কয়েক ঘন্টার আলোচনার নামে প্রহসনের মধ্যদিয়ে পাশ হয়ে গেল।

কী আছে এই বিধিগুলিতে? শিল্প-সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধিতে বলা হয়েছে এখন কারখানায় স্ট্রাইক করতে হলে পঞ্চাশ শতাংশ শ্রমিকের সমর্থন দেখাতে হবে। নতুবা তা 'মাস ক্যাজুয়াল লিভে' পরিণত হবে। এমনকি স্ট্রাইক ঘোষণা করতে হলে ৬০ দিন আগে নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে। আর যদি বিষয়টি 'ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুনাল'এ বিচারাধীন থাকে,তাহলে শুনানি শেষ হওয়ার পর থেকে ৬০ দিন সময় নিয়ে স্ট্রাইক ঘোষণা করতে হবে। অর্থাৎ আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হল। অথচ এই স্ট্রাইকই ছিল মালিকী শোষণ বঞ্চনার সামনে শ্রমিকের আত্মরক্ষার অস্ত্র। আগে সর্বাধিক ১০০ জন শ্রমিক আছে, এমন সংস্থায় মালিক ইচ্ছে মতন ছাঁটাই করতে পারত। সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হত না। নতুন বিধিতে সেটা বাড়িয়ে ৩০০ জন করা হল। অর্থাৎ ছাঁটাইয়ের আওতায় বেশি শ্রমিককে আনা হল। সকলেই জানেন বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির কারণে অল্প শ্রমিকেই অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কারখানা চলছে। প্রায় ৭৫ শতাংশ কারখানাই চলছে কম শ্রমিকে। বর্তমান শ্রম সংস্কারে এইসব কারখানার মালিকদের কাছে ছাঁটাই বাড়তি বিপদ সৃষ্টি হল। এমনকি এই কারখানাগুলির ক্ষেত্রে চাকরির স্থায়ী নির্দিষ্ট শর্তাবলী বলে কিছু রইল না। মালিকরা যখন যা খুশি শর্ত শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাবিধিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা আর থাকছে না। শুধু তাদের জন্মভিটা থেকে কাজের জায়গায় ফেরার খরচটুকু দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মাসে বেতন সর্বোচ্চ আঠারো হাজার টাকা হলে তবেই তারা পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য হবে। এর মধ্য থেকেই তাদের নিজেদের থাকা-খাওয়ার সংস্থান করতে হবে। এগুলিই হচ্ছে 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস'। শ্রমিকের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে মালিকদের মুনাফা লোটার খোলাখুলি ব্যবস্থা করা হল। এই শ্রম আইন সংস্কারের মধ্য দিয়ে।প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রী খোলাখুলিই বলছেন এটা কার্যকরী হলে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রটি দেশের তথা বিশ্বের উদ্যোগপতিদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করবে, দেশে লগ্নি বাড়বে। কিন্তু এর পরিণাম কী? বাস্তবে এর ফলে দেশের পঞ্চাশ কোটি শ্রমিকের জীবন আরও বেশি করে ধুঁকতে থাকবে। অর্থনীতিতে বাড়বে আরও মন্দা। শ্রম আইনের সংস্কার করে শ্রমিক অধিকার হরণের এই ধূর্ত চেষ্টা শ্রমিকরা মানছে না। ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি নভেম্বরে সর্বভারতীয় ধর্মঘটের কথাও ঘোষণা করেছে।

শোষণমুক্তির পথপ্রদর্শক কার্ল মার্কস দেখিয়েছিলেন শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্য আত্মসাৎ করেই মালিকের মুনাফা বা উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি হয়। ফলে মুষ্টিমেয় মালিকের মুনাফা যত বাড়ে, কোটি কোটি শ্রমিকের জীবনে শোষণ-বঞ্চনার পরিমাণ ততই বাড়তে থাকে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত নিঃশেষিত হওয়ায় অর্থনীতির বাজার আরও সংকুচিত হয়। দেখা দেয় মন্দা। মালিকের মুনাফা নীতিই এই সংকটের জন্ম দেয়। শ্রম আইনকে মালিকমুখী করে শ্রমিকের শোষণ আরো বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু অর্থনীতির সংকটমুক্তির কোন দাওয়াই এটা নয়। এই শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ ফেটে পড়বেই। এই বিক্ষোভকে পরিচালিত হতে হবে শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে। এরজন্য শ্রমিকদেরও ভোটসর্বস্ব রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে সঠিক বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে লড়াই গড়ে তুলতে হবে।

উত্তর চায় দেশের মানুষ

হাথরাসে দলিত তরুণীর নৃশংস গণধর্ষণ ও পরিণতিতে মৃত্যুর ঘটনায় মানুষের যে ক্ষোভ ফুঁসে উঠেছিল, তা এখন বহুগুণ শক্তি নিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার মতো আছড়ে পড়েছে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ-প্রশাসন ও রাজ্যের বিজেপি সরকারের ওপর। ঘটনা চাপা দিতে উন্মুখ বিজেপি সরকারের পুলিশ-প্রশাসনের যে দানবীয় চেহারা এই ক'দিনে সামনে এসেছে, বিজেপি নেতাদের যে অমানবিক চেহারা প্রকট হয়েছে, তাকে চূড়ান্ত ঘৃণায় ধিক্কার জানাচ্ছে মানুষ।

প্রবল জনরোষের সামনে পড়ে ভালমানুষ সেজে ঘটনার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর মুখ্য সচিব সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, "এই তদন্তের লক্ষ্য, সমস্ত সন্দেহ ও বিভ্রান্তি দূর করা এবং ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা"। দেশের মানুষকে বোধহয় বড্ড বোকা মনে করেন তাঁরা। তাই ভেবেছেন, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলেই মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে, ক্ষোভ কিছুটা কমবে তাদের। তারপর আবার যে-কে-সেই চলতে থাকবে গরিব পিছিয়ে পড়াদের ওপর নির্যাতন ধর্ষণ আর মুখ বন্ধ করে দেওয়ার একই পালা।

কিন্তু মানুষ এত সহজে কি ভুলতে পারে এই বর্বরতা? সিবিআই যে শাসক দলের পোষা তোতাপাখি সে তো নানা ঘটনায় বার বার প্রমাণ হয়ে গেছে। হঠাৎ ভোল পাল্টে তারা ক্ষমতাসীন বিজেপিকে চটিয়ে হাথরাসে ধর্ষিতা মেয়েটির পরিবারের জন্য ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনবে— ভাবাই অর্থহীন। মেয়েটির শোকার্ত পরিজনদের সঙ্গে পুলিশ-প্রশাসনের অমানবিক বর্বরতার কী বিচার করবে সিবিআই? ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটির ধর্ষণ ও মৃত্যুতে উত্তরপ্রদেশে দলিত ও উচ্চবর্ণের সম্পর্কের যে বীভৎস ছবি সামনে এল, ধর্ষণকারী চার নরপশুকে আড়াল করতে রাজ্যের বিজেপি সরকারের জঘন্য অপচেষ্টার পিছনে থাকা ভোট-রাজনীতির যে ছক পরিষ্কার হয়ে গেল, সেই নোংরামির বিচার হবে কোন আদালতে? যাদের নির্দেশে পুলিশ-প্রশাসনের এই অভাবনীয় স্বৈরাচার ও নৃশংসতা, সিবিআই তদন্ত কি পারবে সেইসব রাঘব-বোয়ালদের টেনে বের করতে, শাস্তি দিতে?

স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েটির পরিজনরা সিবিআই তদন্তের নির্দেশে সন্তুষ্ট নন। তাঁদের উপর হওয়া প্রতিটি অন্যায়, প্রতিটি অবিচারের উত্তর চান হাথরসের ধর্ষিতার পরিবার। উত্তর চায় দেশের মানুষ। তারা জানতে চায়, রাজ্যের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে যোগী আদিত্যনাথের বিজেপি সরকার কী করে এমন বীভৎস আচরণ করতে পারল শোকগ্রস্ত একটি পরিবারের সঙ্গে। এই দুর্ব্যবহার তো শুধু এই পরিবারটির সঙ্গে নয়, তা করা হয়েছে দেশের সমস্ত শোষিত, বঞ্চিত গরিব পিছিয়ে-পড়া মানুষের সঙ্গে। তাই মানুষ জানতে চায়, এই মর্মান্তিক ধর্ষণ-হত্যা ও তাকে চেপে দেওয়ার জন্য বিজেপি সরকারের এই নিষ্ঠুর বর্বরতা প্রকাশ্যে এসে যাওয়ার পরেও নীরব কেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর 'মন কি বাত'-এ মৃত মেয়েটির জন্য এতটুকু জায়গাও হল না কেন? জানতে চায়, চরম অন্যায়কারী নেতা যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে বিজেপির দলীয় নেতৃত্ব।

হাজারো সিবিআই তদন্তেও এ সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। জনতার আদালতেই এর জবাব দিতে হবে যোগী আদিত্যনাথ, নরেন্দ্র মোদীদের। দেশের মানুষ ফুঁসছে— উত্তর তাদের চাই-ই।

ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে মুরারইতে বিক্ষোভ

মুরারই থানার মুর্শিদপাড়া গ্রামের নবম শ্রেণির ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়ে আত্মঘাতী হন। নানা মহল থেকে গরিব অসহায় পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করে অভিযোগ প্রত্যাহারের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আবার কয়েকদিন আগে মুরারই থানারই ডুমুরগ্রামে সাত বছরের এক নাবালিকা ধর্ষণের শিকার হয়। এই পাশবিক ঘটনার প্রতিবাদে ধর্ষকদের কঠোর শাস্তি, নারীর নিরাপত্তা, মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করার দাবিতে ওই দুই গ্রাম সহ পাশাপাশি গ্রামের কয়েকশো মানুষের বিক্ষোভ মিছিল, রাস্তা অবরোধ ও মুরারই থানায় ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে সংগঠিত এই মিছিলে অত্যাচারিত উভয় পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এবং অশ্রুসজল চোখে ও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁরা অপরাধীদের ফাঁসির দাবি জানান।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন

২৬টি কেন্দ্রে প্রার্থী এস ইউ সি আই (সি)-র

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ কুমার সিং ৩০ সেপ্টেম্বর পাটনায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ৪ জুন এবং ১৩ জুলাই দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, বিহারের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সহ সর্বস্তরে চিঠি দিয়ে দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছিল, এই করোনা পরিস্থিতিতে নির্বাচনের দিকে মন না দিয়ে সরকার কাজ হারানো, রোজগার হারানো দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষ ও পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে সমস্ত শক্তি এবং প্রচেষ্টা নিয়োজিত করুক। কিন্তু তারা কর্ণপাত করেনি। তিনি বলেন, বিজেপি সরকারের 'আচ্ছে দিন' বিহারের মানুষের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে। সরকার একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে সরকারি ক্ষেত্রগুলিকে করপোরেট মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। তার ফল বিহারের মানুষকেও সমানভাবে ভোগ করতে হচ্ছে।

প্রার্থী তালিকা

ক্রমিক	বিধানসভার নাম	প্রার্থীর নাম
১	বিহারীগঞ্জ	কমরেড পঙ্কজ কুমার জয়সওয়াল
২	দ্বারভাঙা	কমরেড মহম্মদ মুজাহিদ
৩	কুরহানি	কমরেড কালীকান্ত ঝা
৪	মুজফফরপুর	কমরেড অরবিন্দ কুমার
৫	কাঁটি	কমরেড লালবাবু রায়
৬	পারু	কমরেড নানহাক শাহ
৭	সাহেবগঞ্জ	কমরেড যাদবলাল প্যাটেল
৮	হাজিপুর	কমরেড ইন্দ্রদেব রায়
৯	লালগঞ্জ	কমরেড রাজেন্দ্র শর্মা
১০	বৈশালী	কমরেড রামনাথ রায়
১২	মহুয়া	কমরেড ললিত কুমার ঘোষ
১১	রাজাপাকার	কমরেড উমেশ রাম
১৩	পাতেপুর	কমরেড সোনেলাল পাসওয়ান
১৪	বেগুসরাই	কমরেড অর্জুন কুমার
১৫	খাগাড়িয়া	কমরেড জিতেন্দ্র কুমার
১৬	ভাগলপুর	কমরেড রবি কুমার সিং
১৭	সুলতানগঞ্জ	কমরেড নরেশ দাস
১৮	নাথনগর	কমরেড শ্যাম কিশোর রাম
১৯	বেলহর	কমরেড কবীন্দ্র পণ্ডিত
২০	তারাপুর	কমরেড রঞ্জিত রাম
২১	মুঙ্গের	কমরেড দেবানন্দ মণ্ডল
২২	জামালপুর	কমরেড কামেশ্বর রঞ্জন
২৩	কুমরার	কমরেড সূর্যকর জিতেন্দ্র
২৪	কারাকাট	কমরেড লালবাহাদুর সিং
২৫	কুর্থা	কমরেড রূপেশ কুমার
২৬	জাহানাবাদ	কমরেড রাজু কুমার

কৃষি আইন, শ্রম আইনের মাধ্যমে বিজেপি সরকার চাষি এবং শ্রমিকের স্বার্থ বহুজাতিক করপোরেট মালিকদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছে। বেকারি ৪৫ বছরে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেছে। অথচ সরকারি ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ শূন্য পদে সরকার নিয়োগ করছে না।

তিনি বলেন, বিহারের জেডিইউ বিজেপি জোট সরকার ১৫ বছরে পূর্বতন কংগ্রেস এবং তার পরবর্তী রাষ্ট্রীয় জনতা দলের দুর্নীতি ও জনবিরোধী শাসনের পদাঙ্কই অনুসরণ করছে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পরিবহণ-আইন-শৃঙ্খলা-নারী নিরাপত্তা সব দিক থেকেই এই সরকার চূড়ান্ত অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে। পিপিপি-র নামে সমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের ছক তারা মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে। জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে স্কিম ওয়ার্কার থেকে শিক্ষক যাঁরাই প্রতিবাদ করেছেন নীতিশ কুমার সরকার তাদের উপর পুলিশ দিয়ে নির্যাতন চালিয়েছে। মুজফফরপুরের হোমে বালিকাদের উপর অত্যাচার এই সরকারের আমলে আইন শৃঙ্খলার হাল কেমন, তার একটি বড় নিদর্শন। অনাহারজনিত পরিস্থিতিতে এনকেফেলাইটিসে শিশু মৃত্যু রুখতে, হাসপাতালগুলির চরম দুর্দশা দূর করতে জেডিইউ-বিজেপি সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। বিজেপির সাম্প্রদায়িক এবং জাতপাত-ধর্ম-বর্ণে বিরোধের নীতিতে মানুষের ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে।

তিনি বলেন, সিপিআই, সিপিএম, সিপিআইএমএলের মতো বামপন্থী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ বামগণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এস ইউ সি আই (সি)-র আহ্বানে সাড়া না দিয়ে কংগ্রেসেরে মতো একচেটিয়া মালিকের দল এবং আরজেডি-র মতো জাপপাত ভিত্তিক দলের সাথে হাত মিলিয়ে যেভাবে হোক দুয়েকটা আসন পাওয়ার চেষ্টা করছে। এতে বামপন্থী আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। কমরেড অরুণ কুমার সিং নির্বাচনের মধ্যেও গণআন্দোলনের শক্তি এস ইউ সি আই (সি) -কে শক্তিশালী করে তোলার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানান।

অনলাইনে পরীক্ষা

চূড়ান্ত হয়রানি কোচবিহারে

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ অক্টোবর স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের অনলাইন পরীক্ষা ছিল। উপাচার্য বলেছিলেন, প্রশ্নপত্র সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই পরীক্ষার্থীরা পেয়ে যাবেন। কিন্তু তা পেতে অনেকেরই দশটা বেজে যায়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর দেখা গেল, উত্তরপত্র আপলোড করা যাচ্ছে না। ফলে দূরদূরান্ত থেকে পরীক্ষার্থীদের কলেজে ছুটে আসতে হয়। এআইডিএসও কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রূপালি সরকার ক্ষোভের সাথে বলেন, এই হয়রানির জন্য দায়ী ইউজিসি, সুপ্রিম কোর্ট, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ছাত্রস্বার্থ বিরোধী নীতি। তিনি বলেন, আমরা করোনা আবহের প্রথম দিন থেকেই যে দাবি করেছিলাম যে, পরীক্ষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, ভাইরোলজিস্ট, এপিডেমিওলজিস্ট সকলকে যুক্ত করে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক। ছাত্রছাত্রীরা যেন কোনও ভাবেই হয়রানির শিকার না হন। এই হয়রানি বন্ধের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেপুটেশন দেয় ডিএসও। নেতৃত্ব দেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড আসিফ আলম।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে সভা

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদী মানুষদের অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক ভাবে গ্রেফতার, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বাকস্বাধীনতা হরণ, এনআরসি-সিএএ-র বিরুদ্ধে ২৮ সেপ্টেম্বর সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবসে তমলুকের মানিকতলা মোড়ে প্রতিবাদ সভা করল সিপিডিআরএস ও শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ। সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মানিক মাইতি, সিপিডিআরএসের জেলা সম্পাদক প্রদীপ দাস, আইনজীবী ময়ূখময় অধিকারী ও বিশিষ্ট নাগরিক মালেকুজামান প্রমুখ। এদিন দুর্গাপুর, বেলদা সহ নানা স্থানেও মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বরূপনগরে পরিযায়ী শ্রমিক সম্মেলন

উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরে পরিযায়ী শ্রমিকরা রেজিস্ট্রেশন, কাজ, ফুড কুপন ইত্যাদির দাবিতে সংগঠিত হচ্ছেন। ২৫ সেপ্টেম্বর বালকী হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয় পরিযায়ী শ্রমিকদের গোবিন্দপুর আঞ্চলিক সম্মেলন। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন, স্বরূপনগর ব্লক আহ্বায়ক ছোট্টু মির্জা সংগঠন গড়ে ওঠার ইতিহাস ও আন্দোলনে স্থানীয় কিছু দাবি আদায়ের উল্লেখ করেন। শ্রমিক নেতা অজয় বাইন করোনা ও লকডাউন আবহে পরিযায়ী শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশার ছবি তুলে ধরেন এবং সরকারগুলির চরম হৃদয়হীনতার তীব্র নিন্দা করেন। আজিবর গাজীকে সভাপতি ও রেহেনা মণ্ডলকে সম্পাদক করে ১৫ জনের গোবিন্দপুর আঞ্চলিক কমিটি নির্বাচিত হয়।

বন্দিদের সুরক্ষার দাবি সিপিডিআরএসের

বারুইপুর সেন্ট্রাল জেলে অন্তত ২৫ জন বন্দি ও বেশ কিছু পুলিশ কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও কর্তৃপক্ষ উদাসীন। এই পরিস্থিতি দূর করার দাবিতে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস ২৯ সেপ্টেম্বর বারুইপুর জেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর কাছে স্মারকলিপি দেয়। এর আগে সংগঠন কারামন্ত্রী এবং জেল সুপারকে স্মারকলিপি দিয়ে বন্দিদের প্যারোলে মুক্তির দাবি জানিয়েছিল। স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়, করোনা আক্রান্ত সব বন্দি, পুলিশ ও জেল কর্মীদের উন্নত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে। সকল বন্দিকে প্যারোলে মুক্তি দিতে হবে, প্যারোল যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের মুক্তির মেয়াদ বাড়াতে হবে। জেলকে নিয়মিত স্যানিটাইজ করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। জেলের চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে।

বারুইপুর স্টেশন রোডে সভা

সর্বনাশা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধে কনভেনশন

করোনা অতিমারির প্রকোপে মানুষ যখন ঘরবন্দি, সেই সুযোগে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেভাবে অতি দ্রুততার সঙ্গে শিক্ষার প্রাণসত্তা ধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে, তার বিরুদ্ধে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি ৪ অক্টোবর অনলাইনে এক কনভেনশনের আয়োজন করে। রাজ্যের বিশিষ্ট বক্তারা তাতে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন উপাচার্য এবং কমিটির সভাপতি অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমিটির সহ সম্পাদক ডঃ মৃদুল দাস।

কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব জহর সরকার তাঁর আলোচনায় বলেন, 'খসড়া শিক্ষানীতি' রচনা কমিটির চেয়ারম্যান কস্তুরীরঙ্গন এই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে মনে হয় 'নির্দেশ পালন' করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে উপেক্ষা করে এই শিক্ষানীতিতে বিষাক্ত কেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। একটি মাত্র সংস্থা ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন সারা দেশের গবেষণা নিয়ন্ত্রণ করবে— এটা বিপজ্জনক ব্যাপার। ১০ শতাংশ মানুষ যেখানে ৮০ শতাংশ সম্পদ ভোগ করে সেখানে এই শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের হাতে শিক্ষাব্যবস্থা তুলে দেওয়ার জন্য।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী বলেন, কেন্দীয় সরকার বলছে জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষায় খরচ করা হবে। অথচ বিজেপি কেন্দ্রে সরকারে আসার আগে যা ৪ শতাংশ ছিল, সেই খরচ কমে ৩ শতাংশেরও নিচে নেমে এসেছে। শিক্ষানীতিতে ছোটবেলা থেকেই হিন্দুত্ববাদী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করছে এবং বলছে ২০৪০ সাল পর্যন্ত এই শিক্ষানীতি চলবে। এ তো সকলকে হিন্দুত্ববাদী করার আয়োজন! অন্য ধর্মের মানুষকে দেশছাড়া করা, 'ঘরওয়াপসি' করা আর প্রতিবাদ করলে জেলে পোরা হচ্ছে এই সরকারের কাজ।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, শিক্ষানীতিতে আছে শুধু বিরক্তিকর ভাল ভাল কথার পুনরাবৃত্তি এবং দ্বিচারিতা। সংবিধানে যা আছে, তা পালনের কথা বলেছে, অথচ সংবিধান অনুযায়ী যুগ্ম তালিকায় থাকা শিক্ষানীতি প্রণয়নে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথভাবে তা রচনা করল না। বলেছে, সত্যান্বেষী তৈরি করবেন, অথচ নিজেরা প্রতিদিন মিথ্যাচার করে চলেছেন। শিক্ষানীতিতে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার কথা বলেনি, চার বছরের স্নাতকস্তরের লিবারেল এডুকেশন যেন 'হযবরল' ছাড়া আর কিছু নয়। এটা একদলীয় শিক্ষানীতি এবং এটা 'অগণতান্ত্রিক', 'অ-শিক্ষানীতি'।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অসিত চক্রবর্তী বলেন, 'এক দেশ-এক বিধান', 'এক দেশ-এক ভাষা', 'এক দেশ-এক খাদ্য', এক দেশ-এক পোষাক'-এর মতোই এক দেশ-এক শিক্ষা স্লোগানকেই এরা রূপায়ণ করতে চায়। এই শিক্ষানীতি গৈরিকীকরণের এবং শিক্ষাকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার নকশা।

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের পূর্বতন অধ্যাপক অনীশ রায় সারা দেশে এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিশিষ্ট মানুষদের একজোট হওয়ার ঘটনা বিবৃত করেন। তিনি দেখান, এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারতের কথা বললেও আসলে প্রাক-প্রাথমিক বা উচ্চশিক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকার মডেল অনুসরণ করছে। শিক্ষা সহ সমস্ত জন-পরিষেবাকে বিশ্বজুড়ে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করার চুক্তি 'গ্যাটস'-এর স্বাক্ষরকারী হয়ে তারা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে এ দেশে ডেকে এনে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার দুয়ার খুলে দিচ্ছে।

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, এই শিক্ষানীতি দ্বিচারিতায় ভরা। একদিকে সরকার বলছে 'সমমানের শিক্ষা' নিশ্চিত করবে, অন্যদিকে নিজেরাই উচ্চশিক্ষায় তিনটি ভিন্ন মানের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার কথা ঘোষণা করছে। তিনি এই শিক্ষানীতি প্রতিরোধে লক্ষাধিক গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো, সর্বত্র আন্দোলনের কমিটি গঠন ও নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে জেলায় জেলায় ধর্না বা অবস্থান আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন।

সভাপতি অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী সব দিক থেকে সর্বনাশা এই শিক্ষানীতি প্রতিরোধ করার জন্য সকলের কাছে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি

১ অক্টোবর সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম স্বচ্ছ এবং বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগের দাবিতে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেয়।

এক বিবৃতিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার সজল বিশ্বাস বলেন, অতিমারি পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলিতে যেখানে চিকিৎসকের অভাব সেখানে নিয়োগপত্র না দিয়ে দিনের পর দিন দুশোর বেশি চিকিৎসককে কোনও কাজ ছাড়া স্বাস্থ্যভবনে রাখা হয়েছে। শূন্য তালিকা বার করে অতি দ্রুত দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ মুক্ত নিয়োগের দাবি জানানো হয়।

স্বাস্থ্য অধিকর্তা দাবিগুলির সাথে সহমত হন। সংগঠনের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরেই ডাক্তারদের জন্য আলাদা কোভিড হাসপাতালের দাবি জানানো হয়েছিল। কেপিসি হাসপাতালকে সে জন্য নির্দিষ্ট করায় ফোরামের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়। জেলা ভিত্তিক ডাক্তারদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থার দাবিও জানানো হয়।

রেল বেসরকারিকরণ
পুঁজিপতিরা লুটবে মুনাফা
রসদ জোগাবে জনগণ

করোনা অতিমারিতে মানুষের জীবন-জীবিকা চূড়ান্ত সঙ্কটের সম্মুখীন। সংকটকে গভীরতর করে তুলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আর্থিক নীতি, যার অন্যতম রেল বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত।

২০১৯-এর ডিসেম্বরে রেলের ১০৯টি রুটের ১৫১টি ট্রেন বেসরকারি অপারেটরদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। এই ট্রেনগুলির টিকিটের দাম থেকে ক্যাটারিং-এর খাবারের দাম— সবই ঠিক করবে বেসরকারি কোম্পানি। তেজস এক্সপ্রেস বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। হামসফর ইত্যাদি নামের ট্রেনগুলিও বিক্রি হওয়ার অপেক্ষায়। যদিও ট্রেনগুলিতে চালক ও গার্ড জোগান দেবে ভারতীয় রেল। সংশ্লিষ্ট রুটের বাতানুকুল বাস বা বিমানভাড়ার সাথে সঙ্গতি রেখে ট্রেনের ভাড়া নির্ধারিত হবে বলে জানানো হয়েছে। এমনকি বিমানবন্দরের মতো স্টেশনেও ইউজার ফি বা ব্যবহারের খরচ হিসেবে বাড়তি অর্থ দিতে হবে যাত্রীদের। অর্থাৎ ট্রেনের ভাড়াযেমন বিপুল পরিমাণে বাড়বে তেমনি স্টেশনে পা দেওয়ার দণ্ড হিসাবে যাত্রীদের প্রচুর অর্থ খরচ করতে হবে।

সরকারের মাথাব্যথা অবশ্য সাধারণ মানুষকে নিয়ে নয়। তারা চিন্তিত বেসরকারি মালিকের মুনাফা নিয়ে। তাদের চিন্তা, লাভের মুখ না দেখলে বেসরকারি সংস্থাগুলি বিনিয়োগে আগ্রহী হবে না। রেলের কোচ-কামরা ব্যবহার ও বিদ্যুতের খরচ মেটানোর পর যাতে বেসরকারি সংস্থাগুলির ভাল অঙ্কের লাভ থাকে, সে বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ বলে জানিয়েছে রেল। এমনকি দূরপাল্লার ট্রেনে বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তরা যে ছাড় পেতেন, তাও তুলে দেওয়া হচ্ছে। থাকছে না দূরপাল্লার যাত্রায় ছাড়ের বিভিন্ন সুযোগ। যাত্রাকালীন পরিষেবার জন্যও টিকিটের সাথে অতিরিক্ত টাকা গুনতে হবে। যদিও রেলের কোচ, গার্ড-ড্রাইভার, স্টাফ, লাইন ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য যে চার্জ সংস্থাগুলির দেওয়ার কথা, রেল প্রথম ৩৫ বছরে তাতে বিপুল ছাড়ের ব্যবস্থা রাখছে। অর্থাৎ জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা রেলব্যবস্থাকে ব্যবহার করে পুঁজিমালিকরা লাভ করবে। একই সাথে লাভের অজুহাতে জনগণের ঘাড়ে নতুন করে কোপ বসানো হবে।

কোটি কোটি মানুষের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা রেল ব্যবস্থা, যার পরিকাঠামো উন্নয়ন, কর্মচারীদের মাইনে, উৎপাদন সমস্ত কিছুই গড়ে উঠেছে জনগণের টাকায়, সেই রেল ব্যবস্থাকে বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে কার স্বার্থ সরকার রক্ষা করতে চাইছে— তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। বেসরকারি ব্যবস্থায় কোনও সুফল যে সাধারণ মানুষ পাবে না, ৫/৭/১০ হাজার টাকার টিকিট কেটে সাধারণ মানুষ যে ওইসব ট্রেনে যাতায়াত করবে না, তা বোঝা কঠিন নয়। বিপরীতে এই নীতিতে যেমন লক্ষ লক্ষ কর্মচারী কাজ হারাবেন, বন্ধ হবে নিয়োগ, কোটি কোটি হকার ও ঠিকা কাজে যুক্ত মানুষ কাজ হারিয়ে সর্বস্বান্ত হবেন, তেমনি যাতায়াত ও পরিষেবার কোনও সুযোগ সাধারণ মানুষ পাবেন না।

আশার কথা, এই সিদ্ধান্ত মানুষ মেনে নেয়নি। ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মানুষ, রেল-কর্মচারী, উচ্ছেদের খাঁড়ার উপর দাঁড়িয়ে থাকা হকাররা এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন রেলস্টেশনে বিক্ষোভের পাশাপাশি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে গণকমিটি। এই কমিটিগুলির নেতৃত্বে দলমতনির্বিশেষে সকল মানুষের সংগঠিত গণপ্রতিরোধই পারে সরকারকে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে বাধ্য করতে।

কোর্ট খোলার দাবি লিগাল সার্ভিস সেন্টারের

হাইকোর্ট সহ সমস্ত কোর্ট খোলা এবং ট্রেন পরিষেবা চালুর দাবিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে স্মারকলিপি দিল লিগাল সার্ভিস সেন্টার। ৩০ সেপ্টেম্বর সেন্টারের সম্পাদক ভবেশ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে হাইকোর্টের সামনে এই দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কোর্ট থেকে আইনজীবীরা অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন আবরার আহমেদ, কার্তিক রায়, শেখ জায়েদ হোসেন, রাজেশ গুপ্ত সহ বহু আইনজীবী।

পাঠকের মতামত

ধর্ষণের সংজ্ঞা পুলিশ দিতে পারে না

সংবাদপত্রে দেখলাম উত্তরপ্রদেশ পুলিশ মনীষা বাল্মীকির মৃত্যুর ৪৮ ঘণ্টা পর দাবি করেছে, মেয়েটিকে নাকি ধর্ষণ করাই হয়নি। ডাক্তারি পরীক্ষা ও ফরেন্সিক রিপোর্টে গণধর্ষণ তো নয়ই, ধর্ষণের প্রমাণও মেলেনি।

ইতিমধ্যে অবশ্য রাতের অন্ধকারে গেস্টাপো স্টাইলে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের পুলিশ ওর পরিবারের সদস্যদের আটকে রেখে তাদের অনুপস্থিতিতে মেয়েটির মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলেছে। ভেবেছে, ডাক্তার আর ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞকে ম্যানেজ করে ইচ্ছামতো রিপোর্ট লিখিয়ে গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া যাবে। পরে যাতে ওই রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করে কেউ মৃতার পুনরায় পোস্টমর্টেম করানোর দাবি করতে না পারে, তাই বডিটাই পুড়িয়ে দিয়েছে।

এবার একটু আইনের কথা বলা যাক। ধর্ষণ হয়েছে কি হয়নি, সেটা পুলিশ কি বলতে পারে? আইন বলছে, না পারে না। ডাক্তার কি বলতে পারে? না, ডাক্তারও পারে না। কারণ,

রেপ হল মেডিকো-লিগ্যাল টার্ম। তাই একমাত্র কোর্টই বলতে পারে কোনটা রেপ কোনটা নয়। তা হলে ডাক্তার তাঁর পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে বলবে, মৃতার দেহে কী কী ইনজুরি উনি পেয়েছেন, জেনিটাল অর্গানে ইনজুরি কী আছে, এই সব। কিন্তু রেপ হয়েছে কি হয়নি, সে ব্যাপারে কোনও মতামত দেবার এক্তিয়ার ডাক্তারেরও নেই, পুলিশের তো নেইই। কারণ, রেপ একটা এমন বিষয় যেটা ডাক্তারি দৃষ্টিতে বোঝা যাবে না, এর সাথে আইনের ধারণা জড়িয়ে আছে, যেটা ডাক্তার বা অন্য কোনও আধিকারিকের বিচার্য বিষয় নয়। কোর্ট অবশ্যই ডাক্তারের রিপোর্টকে গুরুত্ব দেবে। ধর্ষণের কতদিন পর ডাক্তারি পরীক্ষা হয়েছে তা-ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উপর নির্ভর করে ওই রিপোর্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে কতটুকু সাহায্য করবে। ধর্ষিতা বলে কথিত মহিলার শরীরে অন্যান্য ইনজুরি, যা দেখে বোঝা যাবে মেয়েটি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে কি না, নাকি সে স্বেচ্ছায় সহবাস করেছে এবং তার বয়স প্রভৃতি এ রকম আরও বহু বিষয় বিবেচনা করে কোর্ট সিদ্ধান্ত নেবে রেপ হয়েছে কি হয়নি।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মেয়েটির জবানবন্দি। মেয়েটির যদি মৃত্যুকালীন জবানবন্দি থাকে এবং তার মধ্যে যদি অস্পষ্টতা না থাকে তা হলে কোর্ট সব সময়ই সেটাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ডাক্তার যাই রিপোর্ট দিয়ে থাকুক।

তা হলে ইউপির পুলিশ তড়িঘড়ি এমন একটা কথা বলল কেন? আসলে এর দ্বারা পুলিশ বিচার ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছে বলেই মনে হয়। শুধু তাই নয়, ক্ষমতাসীন দল কী চাইছে সেটাও বুঝিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত আছে এতে। এটা গণতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থার উপর নগ্ন আক্রমণ।

এই কারণেই দেশ জুড়ে লাগাতার প্রবল গণআন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। না হলে বিচারের বাণী কাঁদতেই থাকবে। মনীষার পরিবারের মতো সাধারণ মানুষও বিচার পাবে না কোনও দিনই।

সুব্রত দত্তগুপ্ত, আইনজীবী
জলপাইগুড়ি

শুধু ভোট দেওয়ার অধিকারই দিতে পারে বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বেঁচে থাকার নয়

ভারত থেকে আমেরিকা বিভিন্ন দেশের শাসকরা নির্বাচন নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। করোনা অতিমারিতে দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছেন, আরও বহু কোটি আক্রান্ত। আক্রান্তের সংখ্যায় প্রথম হওয়ার দৌড়ে ব্রাজিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রয়েছে ভারত। অথচ প্রধানমন্ত্রী সহ দেশের শাসকদের চোখ এখন নির্বাচনের দিকে। ক্ষমতা দখল কিংবা পুনর্দখল ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য নেই, তা সে যে প্রকারেই হোক না কেন! রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, কোথাও উপনির্বাচন যে করেই হোক সেরে ফেলতে চান তারা। না হলে 'পবিত্র' গণতন্ত্র রক্ষা হবে কী করে? তার জন্য যত খরচ হয় হোক, ভারতের জিডিপি পিছনের দিকে যতই এগিয়ে যাক, 'ভগবানের মার' বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া চলবে না। তাতে করোনা সংক্রমণ বাড়লে বাড়বে! এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছিল এই করোনা পরিস্থিতিতে নির্বাচনের দিকে মন না দিয়ে সরকার কাজ হারানো, রোজগার হারানো সর্বস্বান্ত সাধারণ মানুষ ও পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করুক। বলা বাহুল্য, তাতে কর্ণপাত করেনি সরকার।

অক্টোবরের শেষে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী আঞ্চলিকতাবাদকে উস্কে দিয়ে বলেছেন, বিহার হল 'পাওয়ার হাউস অফ ট্যালেন্ট'। হঠাৎ এই সময় বিহারের ট্যালেন্ট প্রধানমন্ত্রীর চোখে পড়ল কেন? কারণ, এতে বিহারি ভাবাবেগ কাজে লাগিয়ে বিহারের মানুষের ভোট পাওয়া সহজ হবে। বিহারে তিনটি পেট্রোলিয়াম প্রকল্পের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে বিজেপি-জেডিইউ জোটের মুখ বলে ঘোষণা করেছেন। লক্ষণীয়, এতদিন পেট্রো-প্রকল্পের কোনও ঘোষণা শুনতে পাননি মানুষ। আর ৯০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত গ্যাস পাইপলাইন যাবে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর থেকে বিহারের বাঁকা পর্যন্ত। ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভা নির্বাচন। তাই এই প্রকল্পে কর্মসংস্থানের ধুয়ো তুলে দু'রাজ্যেই নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। অথচ এই বিজেপি সরকারই লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিপিসিএলকে বেচে দিয়েছে তেল-ব্যবসায় কর্পোরেট মালিকদের (রিলায়েন্সের) একচেটিয়া মুনাফা করার জন্য।

তাই না খেতে পাওয়া, অপুষ্টিতে ভোগা ৩ লক্ষ শিশুর মৃত্যু দেখেও, এক বছরে ৪২ হাজারের বেশি কৃষক-দিনমজুরকে আত্মহত্যা করতে দেখেও, কাজ হারানো কোটি কোটি বেকারের যন্ত্রণা জেনেও 'গণতন্ত্রের উৎসব' নির্বাচনে মেতে উঠতে কোথাও আটকায় না এ দেশের নেতা-মন্ত্রীদের। গণতন্ত্র শুধু কি ভোট দেওয়ার অধিকার? খাদ্য, কাজ, চিকিৎসা এই অধিকারগুলি কি বেঁচে থাকার তথা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য নয়?

করোনা অতিমারিজনিত কারণে যখন লাগামহীন ভাবে ছাঁটাই চলছে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে, রোজগারহীন মানুষ সংসার চালাতে আলু-পটল বেচতে বাধ্য হচ্ছে, উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা ভ্যান চালিয়ে, লজেন্স বিক্রি করে দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টায় মুখে রক্ত তুলে ফেলছে, খরচ চালাতে না পেরে বহু বাবা-মা সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন, চিকিৎসা অনেকের কাছে বিলাসিতার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন শাসক-বিরোধী ভোটবাজ সব দলগুলিই কল্পতরু সেজে ভোটের ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে। বিপুল ব্যয়ে ভোট হয়ত হবে, তার দ্বারা মানুষের জীবনের এই দুর্বিষহ অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে কি?

সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেরই এক পরিস্থিতি। আমেরিকাতেও ক্ষমতায় মদমত্ত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসের ভান দেখিয়ে গণতন্ত্র, সংবিধান, নৈতিকতা সমস্ত উড়িয়ে দিয়েছেন এক ফুৎকারে। দেশজুড়ে বর্ণবিদ্বেষী সংঘর্ষ, মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ বাড়ছে, করোনায় কয়েক লক্ষ মানুষ মারা গেছেন, সংক্রমিত হয়েছেন আরও অসংখ্য। তার আবহেই নির্বাচনের প্রচার চলছে বিপুল অর্থ ব্যয়ে। এত আয়োজনের ভোট না হয় হল, সকলে ভোটও দিলেন, তাতে গণতন্ত্র রক্ষা পাবে? গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে যে শাসকরা দু'বেলা চিৎকার করে চলেছে, তারা মানুষের কোন অধিকারটা রক্ষা করছে? রুটি-রুজির অধিকারটুকু পর্যন্ত দিচ্ছে না। বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে হোক, আমলাতন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে হোক, পুলিশ-প্রশাসনকে দিয়ে হোক, কেড়ে নেওয়া হচ্ছে মানুষের সব অধিকারই।

শ্রেণিবিভক্ত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্র হল শেষ পর্যন্ত মালিক শ্রেণির গণতন্ত্র। মালিক শ্রেণির সেবাদাস সরকারগুলি তাদের পায়েই বাকি সব মানুষের গণতন্ত্রকে সঁপে দিয়েছে। শ্রমিক কিষান সাধারণ মানুষের কোনও গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, একমাত্র ভোটাধিকার ছাড়া। তাও নিয়ন্ত্রিত হয় বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম, বিপুল অর্থ ও পেশিশক্তির জোরে । আর এসবই মালিকদের দখলে। তাই নির্বাচন এলেই নেতা-মন্ত্রীদের মুখে সাধারণ মানুষের অধিকার নিয়ে বড় বড় প্রতিশ্রুতি শোনা যায়। যেমনটা শোনা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর মুখে— ৫ লক্ষ ডলারের অর্থনীতির কথা, দু'বছরের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার কথা, বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরির কথা, আমজনতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা দিয়ে দেওয়ার কথা। স্বাভাবিকভাবেই সেগুলির কোনওটারই হদিশ নেই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও হিন্দু ভোটব্যাঙ্ককে কবজায় রাখতে ৮০০০ পুরোহিতকে মাসিক ১০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। স্বাস্থ্য-শিক্ষা খাতে খরচের কথা উঠলেই যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের টাকা নেই, তারা এ বাবদ খরচ করছেন মাসে ৮০ লক্ষ টাকা। এর আগে ২০১২ সালে ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের ভাতা চালু করেছিল সরকার। ভোট বড় বালাই। কারণ ভোটই ক্ষমতার তখতে পৌঁছনোর একমাত্র রাস্তা। তাই তখতে বসতে গণতন্ত্রের ঠাঁটবাট নিয়ে টিকে থাকা নির্বাচন করতে হবে।

কিন্তু এসব ভোটবাজ দলগুলির নীতিহীনতা, চুরি, দুর্নীতিতে বিরক্ত হয়ে এদেরই এক দলের পরিবর্তে আর একটি দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে যে জনগণের জীবনের স্থায়ী দুরবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না— এটা স্বাধীনতার পর বহু নির্বাচনের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে, পচে যাওয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক হিসাবে প্রতিটি দলই দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। একমাত্র পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের দাবি নিয়ে লড়াই করা একটি দলই পারে এই সমস্ত বুর্জোয়া ক্লেদ থেকে মুক্ত থাকতে। তাই তেমন দলকেই আজ শক্তিশালী করতে, সেই লড়াইকেই শক্তিশালী করতে হবে। সেই লড়াইয়ের মধ্যেই রয়েছে জনগণের সত্যকারের স্বার্থ।

মুর্শিদাবাদে এসডিও ডেপুটেশন

১ অক্টোবর রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ, নয়া কৃষি আইন, শ্রম আইন, মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবিতে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে দলের উদ্যোগে মিছিল করে এস ডি ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাছাড়া হরিহরপাড়া, ভগবানগোলা, জঙ্গীপুর (রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লক)-এ বড় মিছিল এবং কান্দিতে অবস্থান করা হয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১ অক্টোবর দিকে দিকে আন্দোলন, বিক্ষোভ, মিছিল

এসপ্ল্যানেডে কালা সার্কুলারে আগুন দিচ্ছেন কমরেড সুব্রত গৌড়ী

পূর্ব বর্ধমান

ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ

ভিওয়ানি, হরিয়ানা

কলকাতার রাসবিহারী মোড় থেকে যদুবাবুর বাজার

উত্তরপ্রদেশের হাথরসে দলিত তরুণীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ছাত্র-যুব-মহিলারা

গুনা, মধ্যপ্রদেশ

জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ

বর্ধমান শহর

কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা

রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া

ভোপাল, মধ্যপ্রদেশ

পলাশীপাড়া, নদিয়া

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

নারীধর্ষণের বিরুদ্ধে বালিচকে প্রতিবাদ মিছিল

উত্তর প্রদেশের হাথরস, পশ্চিমবঙ্গের ডেবরা, চন্দ্রকোনা সহ বিভিন্ন রাজ্যে একটার পর একটা নারী নিগ্রহ, নারীধর্ষণ ও প্রমাণ লোপাটের জন্য নৃশংস হত্যাকাণ্ডে দোষীদের অতি দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ন্যায়বিচারের দাবিতে এবং প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকার বিরুদ্ধে পশ্চিম মেদিনীপুরে বালিচক স্টেশন উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে বালিচক স্টেশন থেকে ডেবরা থানা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয়। এরপর ডেবরা থানায় গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। এলাকায় মদের ঠেক বন্ধের দাবিও জানানো হয়।

এতে প্রতিনিধিত্ব করেন কমিটির সভাপতি সুভাষ চন্দ্র মাইতি, কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কিংকর অধিকারী ও কালিশংকর গাঙ্গুলি এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহিনীমোহন মাইতি, রিনা সামন্ত, বেলারানী মাইতি, বিশ্বজিৎ ভুঁইয়া, শিবু দাস এবং চতুর্ভুজ মাইতি।

লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর স্মরণ

লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বিদ্যাসাগরের ২০১তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় এবং একটি অনলাইন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন সংগঠনের সভাপতি সিকিম হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মলয় সেনগুপ্ত। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং প্রখ্যাত ব্যারিস্টার বিমল কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও ভাষা বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক এবং সারা বাংলা বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী কমিটির সহ-সভাপতি মহীদাস ভট্টাচার্য। বক্তারা বিদ্যাসাগরের জীবন, সংগ্রাম এবং সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর হাওড়া কোর্ট লিগাল সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে হাওড়া কোর্টে বিদ্যাসাগরের ২০১তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। এই সভায় হাওড়া কোর্টের আইনজীবী সমীর রায়চৌধুরী, মিহির ব্যানার্জী, তনয়া মিত্র, আবরার আহমেদ, শেখ জাহিদ হোসেন এবং মাধুরী ঝা বক্তব্য রাখেন।

হরিশ্চন্দ্রপুরে বিক্ষোভ

রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ, সর্বনাশা কৃষি আইন ও শ্রম আইন বাতিল সহ ১২ দফা দাবিতে ১ অক্টোবর এস ইউ সি আই (সি) দলের হরিশ্চন্দ্রপুর লোকাল কমিটির উদ্যোগে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে বিক্ষোভ দেখান এলাকার মানুষ।

মিছিলের শেষে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ব্লক অফিসের সামনে সভায় দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কমরেডস রবীন্দ্র রাম ও মোশারফ হোসেন। উপস্থিত ছিলেন দলের মালদা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড গৌতম সরকার ও হরিশ্চন্দ্রপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড উজ্জ্বলেন্দু সরকার।

নির্মাণ শ্রমিক বিক্ষোভ হরিয়ানায়

হরিয়ানার ভিওয়ানিতে ২ অক্টোবর এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে বিক্ষোভ দেখালেন কয়েকশো শ্রমিক। লকডাউনে কাজ হারানো নির্মাণ শ্রমিকদের অন্তত ১০ হাজার টাকা অনুদান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মনরেগা প্রকল্পে ২০০ দিন কাজ ও দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি, সমস্ত নির্মাণ শ্রমিকদের রেজিস্ট্রি করা ইত্যাদি দাবিতে তাঁরা জেলার সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করে পৌঁছে বিক্ষোভ সভায় মিলিত হন। মহকুমা শাসকের মাধ্যমে শ্রমমন্ত্রীর উদ্দেশে ইউনিয়ন স্মারকলিপি দেয়।

বেকারি বিরোধী প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও-র

গুনা, মধ্যপ্রদেশ। ২৩ সেপ্টেম্বর

স্বাস্থ্যের দাবিতে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ

রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা উন্নয়নে সকল ডিসপেনসারি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়নের শূন্য পদ দ্রুত পূরণ, কোভিড টেস্টের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সহ নানা দাবিতে ২৮ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরার আগরতলায় স্বাস্থ্য দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com